হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান কর্মসূচি

রোগের নাম	হাঁস-মুরগির টিকার নাম	প্রাণীর প্রজাতি ও টিকা প্রয়োগের বয়স	টিকার কার্যকাল
১	২	৩	৪
মারেক্স	মারেক্স টিকা	বাচ্চা মুরগি ১ দিন বয়সে	পূর্ণ জীবন
রানীক্ষেত	বাচ্চা মুরগির রানীক্ষেত টিকা (বি.সি.আর.ডি.ভি)	৫-৭ দিন বয়স ও ২১ দিন বয়স	৬-৮ সপ্তাহ
পিজিয়ন পক্স	পিজিয়ন পক্স টিকা	কবুতর ৫-৭ দিন, বাচ্চা মুরগি ২-৭ দিন বয়সে	১-৩ মাস
গামবোরো	বি. এ. ইউ ৪০৪	১০-২১ দিন বয়সে ১ম ডোজ এবং ৭ দিন পর ২য় ডোজ	পূর্ণ জীবন
ফাউল পক্স	ফাউল পক্স টিকা	২০ দিন বা তদুর্ধ	পূর্ণ জীবন
বড় মুরগির রাণীক্ষেত	বড় মুরগির রাণীক্ষেত টিকা (আর.ডি.ভি)	২ মাস বা তদুর্ধ	৬ মাস
ফাউল টাইফয়েড/ সালমোনেলোসিস	সালমোনেলা/ফাউল টাইফয়েড টিকা	৬-৮ সপ্তাহ ১ম ডোজ ৪ সপ্তাহ পর ২য় ডোজ ৬ মাস পর বুষ্টার ডোজ	৬ মাস
হাঁস-মুরগির কলেরা	ফাউল কলেরা টিকা	২ মাস বয়সী হাঁস-মুরগি	৬ মাস
ডাকপ্লেগ	ডাকপ্লেগ টিকা	৩ সপ্তাহ বা তদুর্ধ	৬ মাস

টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	সংরক্ষণ	প্রাপ্তি স্থান
৫	৬	৭
২০০ সি.সি. ডাইল্যুয়েন্টের সাথে গুলানোর পর ০.২ এম এল মাংস বা চামড়ার নীচে	-২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বছর -৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
০৬ সি.সি. ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশানোর পর মাত্র ১ ফোটা এক চোখে	-২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বছর, -৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস ৪° থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৪ মাস, বরফসহ থার্মোফ্লাক্সে ১৫ দিন	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
০৩ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশানোর পর বাই ফারকেট নিডেল দ্বারা পাখার নীচে ১ ফোটা খুচিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।	-২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বছর -৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৫ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
৫০ সি.সি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে মিশানোর পর ১ চোখে ১ ফোটা মাত্র।	০° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
০৩ সি.সি ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশানোর পর বাই ফারকেট নিডেল দ্বারা পাখার নীচে একাধিকবার খুচিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।	-২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বছর -৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৫ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
১০০ সি.সি. ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশানোর পর ১ এম. এল মাংসপেশীতে	-২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বছর, -৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস ৪° থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৪ মাস, বরফসহ থার্মোফ্লাক্সে ১৫ দিন	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
০.৫ এম এল, চামড়ার নীচে	-২° থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
ক. অয়েল এডজুভেন্ট টিকা : ১ এম. এল চামড়ার নীচে। ২১ দিন পর বুষ্টার ডোজ। খ. এলাম অধ:পতিত টিকা: একই মাত্রায় মাংসে প্রয়োগ করতে হয়।	-৪° থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
১০০ সি.সি. ডিষ্টিলড ওয়াটারে মিশানোর পর ১ এম.এল বুকের মাংসে	-৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস, ৪° থেকে ৯° সেঃ তাপমাত্রায় ১ মাস বরফসহ থার্মোফ্লাক্সে ৭ দিন	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর

ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ: সুপ্তিকাল ৪-২০ দিন, ইষৎ, হলুদ বর্ণের ওয়ার্ট প্রধান লক্ষণ, প্রধানত: মাথা ও ঝুটিতে এবং অনেক সময় মুখ গহব্বর, খাদ্যনালী, শ্বাসনালীতে পক্স লিসন দেখা যায়।

হাঁস-মুরগির রোগের সমস্যা সমাধান করতে চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধের ওপরই বেশী গুরুত্ব দেখা উচিত। হাঁস-মুরগি রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করলে খুব একটা লাভ হয় না। ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই প্রতিরোধ একমাত্র উপায়। তাই হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে চিকিৎসা নয়, 'প্রতিরোধই শ্রেয়' নীতি মেনে চলা উচিত। রোগ প্রতিরোধ হলো হাঁস-মুরগি শিল্প বিকাশের অন্যতম চাবিকাঠি।

প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ২০১৭ খ্রি:
প্রকাশ সংখ্যা : ৩০,০০০ কপি
প্রকাশনা স্বত্ব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
প্রকাশক : উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
ফোন : ৯৫৮২১৬২, ফ্যাক্স : ৯৫৫৬৭৫৭
ই-মেইল : flidmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.flid.gov.bd

হাঁস-মুরগির রোগ ও প্রতিরোধে করণীয়

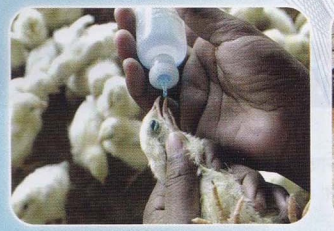
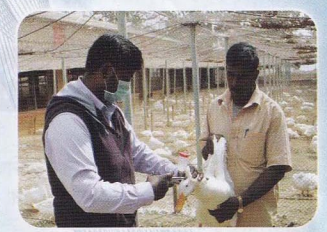

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

হাঁস-মুরগির রোগ ও প্রতিরোধে করণীয়

ভূমিকা :
আবহমান কাল থেকেই গ্রাম বাংলার প্রতি বাড়িতেই কম-বেশী হাঁস-মুরগি পালন করা হয়ে থাকে। হাঁস-মুরগি লালন পালন এখন খুবই লাভজনক। খাদ্য ও আমিষের চাহিদা পূরণে হাঁস-মুরগির অবদান অনস্বীকার্য। দেশী ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি পালনের সাথে সাথে যথা সময়ে সঠিক টিকা প্রয়োগ ও উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা একান্ত আবশ্যক। নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিয়ে হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

হাঁস-মুরগির রোগ ও প্রতিরোধে করণীয় ফোল্ডারটি হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ দমনে সহায়ক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ক্ষেত্রে টিকা প্রদান কর্মসূচি অনুসরণ করলে হাঁস-মুরগিকে সহজেই রোগব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

রোগ পরিচিতি

মারেক্স :
মারেক্স মোরগ-মুরগির ভাইরাস জনিত রোগ। এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। যথাসময়ে গুণগত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে মোরগ-মুরগিকে সুস্থ রাখা যায়।

রোগের লক্ষণ :
সাধারণত: ৬ সপ্তাহ এবং প্রকারভেদে ১২-১৪ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হয়, অনেক মুরগি একত্রে আক্রান্ত হয়, চোখ ঘোলাটে হয়ে মুক্তার মত সাদা হয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে, প্যারালাইসিস হয়।

মুরগির রানীক্ষেত :
মোরগ-মুরগির সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে রাণীক্ষেত অন্যতম। রোগটি ভাইরাস জনিত মারাত্মক রোগ, যে কোন বয়সের মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। রাণীক্ষেত রোগে মৃত্যুর হার শতকরা কম বেশী একশত ভাগ।

রোগের লক্ষণ :
- রোগের লক্ষণ বিভিন্ন রকম হতে পারে।
- লক্ষণ প্রকাশ না করেই হঠাৎ মারা যেতে পারে।
- চোখ বুজে, মাথা এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ঝিমাবে।
- শ্বাস কষ্ট, সাদা (চুনা) পায়খানা হতে দেখা যায়।
- মুখ দিয়ে লালা ঝরে, ওজন কমে হালকা হয়ে যায়।
- প্যারালাইসিস দেখা দিবে, শরীর কাপতে থাকবে এবং চলাফেরা করার শক্তি থাকবে না।

গামবোরো :
গামবোরো ভাইরাস জনিত রোগ। সাধারণত ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মৃত্যুর হার শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগ হতে পারে। কখনো এই মৃত্যুর হার ৯০-১০০ ভাগ হতে দেখা যায়।

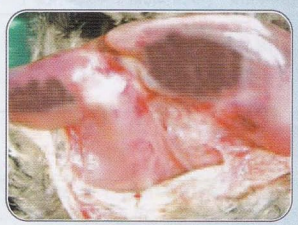

রোগের লক্ষণ :
আক্রান্ত বাচ্চা আঁঠালো পায়খানা করতে থাকে, মলদ্বারে পালক ভিজা, পালক উস্কো খুস্কো, অবসন্নতা, পানি শূন্যতায় পাখি মারা যায়।

ডাকপ্লেগ :
ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সব বয়সের হাঁসেই মহামারী আকারে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

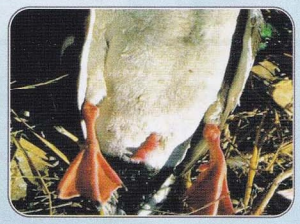

রোগের লক্ষণ :
মৃত্যুর হার ১০০ ভাগ। আক্রান্ত হাঁস দাঁড়াতে পারে না অথবা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায় না। আক্রান্ত হাঁসার পুরুষাঙ্গ বাইরে ঝুলতে দেখা যায়। পানি পিপাসা বৃদ্ধি পায়, পালকগুলো এলোমেলো হয়ে থাকে এবং ঝিমায়, পাখা মাটির সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে থাকে।

পিজিয়ন পক্স :
ভাইরাস জনিত রোগ। রোগটি সব জাতের এবং সব বয়সী কবুতর ও মোরগ-মুরগিকে আক্রান্ত করে থাকে।

রোগের লক্ষণ :
সুপ্তিকাল ৪-২০ দিন, ইষৎ, হলুদ বর্ণের ওয়ার্ট প্রধান লক্ষণ, প্রধানত: মাথা ও ঝুটিতে এবং অনেক সময় মুখ গহ্বর, খাদ্যনালী, শ্বাসনালীতে পক্স লিসন দেখা যায়।

হাঁস-মুরগীর কলেরা :
কলেরা ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রামক রোগ। হাঁস-মুরগি ২ মাস বা তদুর্ধ বয়সে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ :
পাতলা পায়খানা, ক্ষুধা মন্দা, মুখ দিয়ে পানি ঝরা, পালক এলোমেলো অবস্থায় বসে থাকা, মাথার ঝুটি নীলাভ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

ফাউল পক্স : মোরগ-মুরগির ভাইরাস জনিত একটি রোগ। যে কোন বয়সে মোরগ-মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।